মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী



ছবি: সংগৃহীত

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি শহীদ পরিবারের কল্যাণ এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়েও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।

সোমবার (২৭ জুলাই) মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শাকিলুজ্জামানের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভুল তালিকা প্রণয়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) তত্ত্বাবধানে তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্রোফাইলিংয়ের মাধ্যমে তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ চলছে বলে জানানো হয়।

বৈঠকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, ৮৪৩ জন শহীদ এবং ১৫ হাজার ৩০ জন আহত যোদ্ধার ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। শহীদ পরিবারের জন্য ৩০ লাখ টাকা অনুদান ও মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর আহতদেরও ক্যাটাগরি অনুযায়ী এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৫৪ জন সংকটাপন্ন আহতকে সরকারি খরচে থাইল্যান্ড, তুরস্ক ও রাশিয়ায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণ ও তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে মার্কিন পাবলিক ডিপ্লোমেসি টিমের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী বলেও জানান তিনি।

বৈঠক শেষে রাষ্ট্রদূতের হাতে ‘প্রেসিডেন্ট জিয়া: রাজনৈতিক জীবনী’ ও ‘বেগম খালেদা জিয়া: দ্য লাইফ অ্যান্ড স্টোরি’সহ কয়েকটি স্মারকগ্রন্থ ও উপহার তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী।